দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 FEB 20…

সেমিনারে শিক্ষাবিদ ও ভাষাপণ্ডিতগণ

বাংলাকে দ্রুত কম্পিউটারের ভাষায় পরিণত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন

স্টাফ রিপোর্টার ঃ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে বিদ্যাসাগর সোসাইটি আয়োজিত দু'দিনব্যাপী ভাষাবিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনারের উদ্বোধনী অধিবেশনে গতকাল বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ভাষাপণ্ডিতরা বাংলাকে দ্রুত কম্পিউটারের ভাষায় পরিণত করার ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, শুধু আবেগ কিংবা ভালবাসা দিয়ে বিশ্বায়নের এই যুগে বাংলা ভাষাকে বেশী দিন ধরে রাখা যাবে না। এজন্য পরিশ্রম, দূরদৃষ্টি ও মেধাকে কাজে লাগাতে হবে। তারা বলেন, যুক্তাক্ষর বা অধিক বর্ণমালার জন্য যদি বাংলা ভাষাকে কম্পিউটারায়ন করতে বর্তমান প্রযুক্তিতে সমস্যার সৃষ্টি হয় তবে যন্ত্রের কাছে এখনই নতি স্বীকার করে বর্ণমালাকে কমিয়ে না ফেলে যন্ত্রকে অর্থাৎ কম্পিউটারকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা তার চেষ্টা করতে হবে। ভাষা সাম্রাজ্যবাদ বর্তমানে পৃথিবীকে দ্রুত গ্রাস করে ফেলছে উল্লেখ করে বক্তারা আরো বলেন, বিশ্বায়নের যুগে বহু জাতির মাতৃভাষা দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বাংলা ভাষাও এ থেকে আশংকামুক্ত নয়। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা ইংরেজী মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের ফলে এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের সন্তানেরাও মাতৃভাষা বাংলা থেকে দ্রুত বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। তারা বলেন, জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে ইংরেজীকে আমাদের অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু বাংলাকে বাদ দিয়ে নয়। নতুন প্রজন্মকে বাংলা ভাষার সাথে যুক্ত রাখার ব্যবস্থা করতে এবং চর্চা বাড়ানোর আহবান জানিয়ে তারা বলেন, হাজার বছরের বাংলা ভাষার চর্চা মাত্র আড়াইশ' বছর ধরে শুরু হয়েছে। তাও বিদেশী মিশনারীদের মাধ্যমে। সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে নিজ নিজ মাতৃভাষাকে রক্ষার পরামর্শ দিয়ে তারা বলেন, ভাষা ও সংস্কৃতিকে দখল করার মাধ্যমেই কোন জাতির ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করা বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর অন্যতম কৌশলে পরিণত হয়েছে। ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি দিলেই বাংলা ভাষা বা দুর্বল জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষার বিকাশ ঘটবে না বলে তারা মন্তব্য করেন। বক্তারা অভিযোগ করেন, খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারকরা এদেশের বহু ক্ষুদ্র উপজাতির ভাষা ও বর্ণমালা সুকৌশলে বিলুপ্ত করে ইংরেজী ও রোমান বর্ণমালা এবং ভাষা চালু করেছেন।

বিদ্যাসাগর সোসাইটির সভাপতি প্রফেসর কবীর চৌধুরীর সভাপতিত্বে গতকাল (মঙ্গলবার) জাতীয় যাদুঘরের ডাক্তার নভেরা হলে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে বক্তব্য রাখেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর ডঃ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনের ডেপুটি হাইকমিশনার দীলিপ সিনহা, দৈনিক দেশবাংলার সম্পাদক ফেরদৌস আহমদ কোরেশী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ডঃ বিশ্বজিৎ ঘোষ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রফেসর শাহীন কবীর এবং 'বর্তমান বিশ্বের বর্ণমালা ও মাতৃভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিদ্যাসাগর সোসাইটির মহাসচিব মোহাম্মদ আবদুল হাই। বাংলা একাডেমীর সাবেক মহাপরিচালক ডঃ মাহমুদ শাহ কোরেশীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারের দ্বিতীয় পর্বে 'বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিসত্তা ও তাদের ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ডঃ রাজীব হুমায়ুন এবং আলোচনায় অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের প্রফেসর আনিসুজ্জামান, সংস্কৃত ও পালি বিভাগের প্রফেসর ডঃ দুলাল কান্তি ভৌমিক, সাখাওয়াত আনসারী প্রমুখ।

সেমিনারে ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার দীলিপ সিনহা বলেন, ভাষা কোন বনাঞ্চল নয় যে, একে সেভাবে সংরক্ষণ করা যাবে। বরং এর চর্চা-ব্যবহার ও পঠন-পাঠন বাড়িয়েই কোন ভাষাকে সংরক্ষণ করতে হবে। বিশ্বায়নের যুগে অর্থনৈতিক কারণেই বহু ভাষা গুরুত্ব হারাচ্ছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, বিশ্ব প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে এবং জীবিকার প্রয়োজনে আজ আমাদের মাতৃভাষার পাশাপাশি একাধিক ভাষা শিখতে হচ্ছে।